PCTSCN
Prevention of Child Trafficking through Strengthening Community and Networking

শিশু পাচারকে না বলুন

E-newsletter

ইস্যু ১৭।। অগাস্ট ২০১৮

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্সঃ

এ্যাটসেক বাংলাদেশ
সিপিডি
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপ

সহযোগিতায়ঃ

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ

নির্বাহী সম্পাদকঃ
এ কে এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদকঃ
রফিকুল ইসলাম খান আলম

প্রদায়কঃ
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক
মোঃ জাহিদ হোসেন

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণেঃ
মন্টি দেওয়ান
চিসল লুইস ম্রি
তারিকুল হাসান

প্রকাশকঃ
পিসিটিএসসিএন কন্সোর্টিয়াম

পাচার বিষয়ক তথ্য

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা

তথ্য: http://bdlaws.minlaw.gov.bd

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং সহযোগিতাঃ

৪১। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার এবং বিচারিক কার্যক্রমে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার ক্ষেত্র তৈরীর নিমিত্ত সরকার যে সকল দেশে এই আইনের অধীন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ, সাক্ষী, অপরাধলব্ধ অর্থ, অপরাধের উপকরণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা বিবাদী বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকে সেই সকল দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে, এই উপ-ধারার অধীন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই আইনের কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বাক্ষরিত কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে সরকার, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার বিধান করিতে পারিবেঃ

(ক) মানব পাচার অপরাধের তদন্ত, তল্লাশী বা আটক কার্যক্রম পরিচালনা এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির আইনগত সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়;
(খ) শপথের মাধ্যমে সাক্ষীর পরীক্ষা এবং সাক্ষীর বক্তব্য, সরকারি প্রতিবেদন এবং আদালতে দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিনিময়;
(গ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের এবং মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিনিময়;
(ঘ) অপরাধলব্ধ অর্থ বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা বা ক্রোক সংক্রান্ত আদালতের আদেশ কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা;
(ঙ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের টেকসই পুনর্বাসন এবং উক্ত ব্যক্তিদের স্বদেশে সামাজিকভাবে একাঙ্গীভূতকরণ।

বিবিধ

মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলঃ

৪২। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "মানব-পাচার প্রতিরোধ তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে এবং উক্ত তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও ব্যবহৃত হইবে।

(২) মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ

(ক) সরকারের মঞ্জুরী বা অনুদান;
(খ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; বা
(গ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং
(ঘ) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থাঃ

৪৩। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা নামে একটি সংস্থা গঠন করিতে পারিবে।

কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটনঃ

৪৪। এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা ফার্ম হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, যে সকল ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহারা উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সমতার নীতির প্রয়োগ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিধানঃ

৪৫। (১) এই আইন অনুসারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার ক্ষেত্রে সমতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং কাহারও সহিত কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

(২) কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোন সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের অথবা তাহার আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ট্রাইব্যুনালের সুপারিশক্রমে তাহার নিয়োগকারী কতৃর্পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধি অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গ-জনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই ধরনের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোন শৃঙ্খলাভঙ্গ-জনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ

৪৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথাঃ

(১) মানব পাচার তহবিলের উৎস;
(২) তহবিল পরিচালনা;
(৩) তহবিল হইতে অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি ও যোগ্যতা (method & criteria) ;
(৪) অনুদানের অর্থের পরিমাণ ও বিভাজন; এবং
(৫) বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন কাজ।

রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

৪৭। (১) Suppression of Immoral Traffic Act, 1933 (Act No. VI of 1933) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীন বা আলোকে জারীকৃত আদেশ, প্রদানকৃত নির্দেশনা বা কৃত কোন কাজ কর্ম বা দায়েরকৃত মামলা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে এই আইনের আওতায় প্রণীত, জারীকৃত, গৃহীত, কৃত বা দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান থাকিবে।

শিশু পাচার মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণে বার্ষিক ক্রস-বর্ডার সম্মেলন

গত ৩০ আগস্ট ২০১৮ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে শিশু পাচার মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণে বার্ষিক আন্তঃসীমান্ত (ক্রস-বর্ডার) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পিসিটিএসসিএন কনসোর্টিয়ামের পক্ষে সম্মেলনটি আয়োজন করে কনসোর্টিয়ামের লিড এজেন্সি ইনসিডিন বাংলাদেশ। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কাজি রিয়াজুল হক। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিস ফেরদৌসী আক্তার। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে অধিবেশনে ছিলেন জনাব গাজিউদ্দিন মোহাম্মদ মুনির, উপসচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড মেম্বার, সাইভ্যাক; জনাব মানবেন্দ্র নাথ মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, এসএলআরটিসি এবং কোঅর্ডিনেটর, অ্যাটসেক ইন্ডিয়া; জনাব মাহমুদুল কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস। সম্মেলনের মূল ধারণাপত্র পাঠ করেন ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব এ কে এম মাসুদ আলী। সম্মেলনটি আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিল টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস।

উদ্বোধনী অধিবেশনের সূচনা বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিস ফেরদৌসী আক্তার বলেন, মানব পাচার একটি সংঘবদ্ধ গোপন অপরাধ যা দিনদিন ক্রমবর্ধমান এবং অন্যতম বড় বেআইনি ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা মানব পাচারের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান দীর্ঘ সীমান্ত নির্ঁদ্রি নয়, এবং নিয়মিত এই দু্দেশের সীমান্তে মানব পাচার সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষীয় কাঠামো রয়েছে। এই সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত দিক-নির্দেশনাসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে এগুলো সঠিকভাবে কার্যকর করা জরুরি। এইসব এর মধ্যে সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (ঝঙচ) ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও বাধাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য আজকের আলোচনা ভূমিকা পালন করবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রেই সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (ঝঙচ) বাস্তবায়নের পথ সুগম করা, ভারত ও বাংলাদেশে পাচাররোধে কার্যরত সংস্থাগুলোকে নিয়ে একটি আন্তঃসীমান্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের মানবপাচার রোধে গঠিত আরআরআরআই টাস্ক ফোর্সদ্বয়ের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ, আন্তঃসীমান্ত মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধারকরণে যৌথ অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা প্রভৃতি স¤বন্ধে আলোচনা করার বিষয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মিস জিনাত আরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার ইস্যুতে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যেই মানব পাচারের অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন ২০১২ পাশ হয়েছে এবং গত বছর আইনের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রকাশিত হয়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-২০২২ মেয়াদে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে। মানব পাচার পুরোপুরিভাবে দমন করতে হলে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পাচার নিয়ে কাজ করার জন্য উভয় দেশের আরআরআরআই টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ২০১১ সালে প্রণীত একটি সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (ঝঙচ) ও রয়েছে। এখন ২০১৮ সালে উপনীত হয়ে আমাদের উচিত সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (ঝঙচ) এর পরিবর্তন, পরিমার্জন প্রভৃতির মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করা। এজন্যই আজকের আন্তঃসীমান্ত সম্মেলনে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের বক্তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আশা করা হচ্ছে।

জনাব গাজিউদ্দিন মোহাম্মদ মুনির, উপসচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, কেবল পাচার প্রতিরোধই নয়, এর সাথে সাথে উদ্ধার-পূর্ব ও উদ্ধার-পরবর্তী সেবাসমূহের মানোন্নয়ন, আশ্রয়কেন্দ্রের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ, আইনি সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলোও বিবেচনা করা জরুরি।

জনাব মানবেন্দ্র নাথ মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, এসএলআরটিসি এবং কোঅর্ডিনেটর, অ্যাটসেক ইন্ডিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, আঞ্চলিকভাবে পাচার প্রতিরোধে সাধারণ একটি আইনি কাঠামো থাকা জরুরি। বিভিন্ন বিষয় যেমন শিশু বলে পরিগণিত হওয়ার বয়সসসীমা সার্কভুক্ত সকল দেশের জন্য এক হওয়া প্রয়োজন। আইনে বর্ণিত পাচারের শাস্তিও নতুন করে বিবেচনা করে যুগোপযোগী করে তোলা উচিত। পাচারের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের নাগরিকত্ব নির্ণয় এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বর্তমানে অনেক সময় লাগে, যা ত্বরান্বিতকরণ ও আধুনিকায়ন জরুরি। পাচার পরবর্তী উদ্ধার ও অন্যান্য কাজকর্মে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

জনাব মাহমুদুল কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ সরকার পাচাররোধে অনেক সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাচারবিষয়ক প্রতিবেদনে ২য় সারির ওয়াচলিস্টে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ থাইল্যান্ড একই প্রতিবেদনে রয়েছে ২য় সারিতে। এই অবস্থা পরিবর্তনে সকল পর্যায়ে আরও বেশি তৎপর হয়ে পাচার প্রতিরোধে জোর দিতে হবে, এবং সাথে সাথে পাচার পরবর্তী এবং উদ্ধার পরবর্তী সেবাগুলো যাতে আরও সহজে পাওয়া যায় সেদিকে জোর দিতে হবে।

শিশু-কিশোর প্রতিনিধি স্বপ্না আক্তার তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিশু ও নারী পাচারের মত ভয়াবহ একটি অপরাধ যা সরাসরি শিশু-কিশোর, যুবনারীদের প্রভাবিত করে তা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাচার প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক - সব ধরনের কার্যক্রম ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এক্ষেত্রে জরুরি। এতে করে শিশুরা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব চিন্তাপরিধিরও বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক মতামত দানের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেয়ার কার্যপদ্ধতিতে অবদান রাখতে পারবে। পিসিটিএসসিএন কনসোর্টিয়াম দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিশুরা ইতিমধ্যেই মানব পাচারের মত একটি বৃহৎ মানবাধিকার ইস্যু সম্পর্কে জানতে পারছে এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কাজী রিয়াজুল হক বলেন, বাংলাদেশে মানব পাচার একটি বড় ধরনের সমস্যা। এটি মানুষের মানবাধিকার লংঘনের একটি চরম উদাহরণ। পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২, শিশু আইন-২০১৩, আরআরআরআই টাস্ক ফোর্স গঠন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) প্রণয়ন প্রভৃতি। আমাদের এসকল পদক্ষেপ মোটামুটি সফল হলেও অন্য অনেক দিকে এখনও পিছিয়ে রয়েছি। অনেক সময় বিদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকরা পাচারের শিকার হয় যা কিনা বৈধ অভিবাসনের মাধ্যমেও সংঘটিত হতে পারে। এসকল দিকে দুঃখজনকভাবে কোন নজরদারি নেই। বিদেশে এভাবে পাচারের শিকার ব্যক্তিকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের তৎপরতার ঘাটতি রয়েছে। পাচার হতে উদ্ধারকৃত শিশুদের সুরক্ষার্থে বাংলাদেশ ও ভারতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, আদালত প্রভৃতির মধ্যে ঘাটতি রয়েছে। পাচাররোধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কোনো তথ্য জনসাধারণের কাছে পাওয়া যায় না। তিনি আশা প্রকাশ করেন অচিরেই এসকল বিষয়ে অগ্রগতি সাধিত হবে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তিনটি কারিগরি অধিবেশনে আন্তঃসীমান্ত রেফারাল পদ্ধতি, পাচার হতে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং এর সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সামনে পথচলার উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- সার্কভুক্ত দেশসমূহে শিশু অভিধার জন্য একটি সাধারণ বয়সসীমা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ
- পাচারবিষয়ক সাধারণ আইন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো
- সব দেশের জন্য শিশু শ্রম বিষয়ে একটি সাধারণ নীতি প্রণয়ন
- শিশুপাচার এর শিকার শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য তহবিল জোগাড়
- দ্বিপাক্ষীয় আসামী বহিঃসমর্পণ চুক্তি
- রাষ্ট্র কর্তৃক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অর্থ যোগান
- ভিসা পলিসি নতুন করে রিভিউ করা
- এইচএসআর এর মেয়াদকাল সীমিতকরণ
- আইন প্রয়োগে ফাঁকসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারীকরণে কাঠামো নির্মাণ
- দুই দেশের মধ্যে আইন ও বিধিমালা প্রয়োগে সমন্বয় করা
- সার্কভুক্ত দেশসমূহে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সেবাদানে ভিডিও কনফারেন্স সুবিধার ব্যবস্থা করা
- ভিক্টিম উইটনেস প্রটেকশন প্রোটোকল
- জাতিসংঘের প্রোটোকল এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাচারের সংজ্ঞা নির্ধারণ
- তথ্য বিনিময়ের সিস্টেম উন্নতকরণ
- শিশু পর্নোগ্রাফি বিষয়ে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন
- সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (ঝঙচ) সংশোধন
- বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক কার্যদলিল যেমন সমঝোতা স্মারক এবং সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতিসমূহ বাস্তবায়নে দুই দেশের মধ্যে অধিকতর মিথস্ক্রিয়া ও যোগাযোগ দরকারি
- শিশু পাচার রোধে দ্বিপাক্ষিক কার্যদলিল (সমঝোতা স্মারক এবং সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি) এবং পরিপূর্ণ দ্বিপাক্ষীয় আসামী বহিঃসমর্পণ চুক্তির ব্যাপকতা বৃদ্ধি প্রয়োজন
- আরআরআরআই টাস্ক ফোর্স এর কার্যপরিধির ভেতরে ভারতের সকল প্রাসঙ্গিক রাজ্যগুলোকে নিয়ে আসা এবং ত্রৈমাসিকভাবে নিয়মিত তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা গঠন করা

সমাপনী অধিবেশন:

সমাপনী অধিবেশনে চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব এ কে এম মাসুদ আলী। অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) জনাব মোঃ শামসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর চিফ অব পার্টি মিস লিজবেথ জনভেল্ড, এসএলআরটিসি এর নির্বাহী পরিচালক এবং অ্যাটসেক ইন্ডিয়া এর কোঅর্ডিনেটর জনাব মানবেন্দ্র নাথ মন্ডল এবং টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মাহমুদুল কবির। অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নারী মৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক মিস শাহীন আক্তার ডলি এবং কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর নির্বাহী পরিচালক মিস মোসলেমা বারী। শিশু প্রতিনিধি হিসেবে অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন মোঃ জীবন আহমেদ।

উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর চিফ অব পার্টি মিস লিজবেথ জনভেল্ড তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানব পাচার একটি আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমবর্ধমান সমস্যা। দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিকভাবে মানব পাচারের একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম উৎস রাষ্ট্র। উইনরক ইন্টারন্যাশনাল অনেক সময় ধরে বাংলাদেশে মানব পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মানব পাচার রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল বিগত কয়েক বছর ধরে কারিগরি সহযোগিতাসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। দ্বিপাক্ষিকভাবে পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেসকল সীমাবদ্ধতা আজকের সম্মেলনে চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিরসনে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

এসএলআরটিসি এর নির্বাহী পরিচালক এবং অ্যাটসেক ইন্ডিয়া এর কোঅর্ডিনেটর জনাব মানবেন্দ্র নাথ মন্ডল বলেন, শিশুদের পাচার ও যৌন শোষণের হাত থেকে রক্ষার্থে অ্যাটসেক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো বাংলাদেশ ও ভারতের বেসরকারি সংস্থাগুলো দ্বারা যা বর্তমানে ৫টি দেশে গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতসহ আফগানিস্তান, নেপাল ও মালদ্বীপে বর্তমানে অ্যাটসেক নেটওয়ার্ক রয়েছে। অ্যাটসেক নেটওয়ার্ক এর সাথে এনএসিজি এরও পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থেকে। আজকের সম্মেলনটি অ্যাটসেক নেটওয়ার্ক এর সক্ষমতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ভবিষ্যতে পাচার প্রতিরোধে অ্যাটসেক

নেটওয়ার্ককে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ও সমন্বয় জরুরি।

কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর নির্বাহী পরিচালক মিস মোসলেমা বারী বলেন, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সম্মিলিতভাবে কাজ করা ছাড়া সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সরকার যেমন একা পাচার প্রতিরোধ করতে পারবে না সেরকমভাবে বেসরকারি সংস্থাগুলোও ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। একইভাবে ভারত ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই দুই দেশে ঘটমান পাচার প্রতিরোধে দ্বিপাক্ষিক কার্যক্রম নেওয়া প্রয়োজনীয়। ইতিমধ্যেই শিশুরা পাচারবিরোধী সভাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। এর সাথে সাথে ভবিষ্যতে শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদেরও এ ধরনের সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে পাচার প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মাহমুদুল কবির বলেন, বাংলাদেশে পাচারবিরোধী আইন ও অন্যান্য অবকাঠামো থাকার পরেও কেবল সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে পাচার প্রতিরোধ সহজ হচ্ছে না। দীর্ঘসূত্রিতা কমানো এবং সঠিক আইনি ব্যবস্থা পাচার দমনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণিত আছে। তাই মানব পাচার প্রতিরোধে সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা দরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) জনাব মোঃ শামসুর রহমান বলেন, মানব পাচার রোধে গৃহীত অনেক পদক্ষেপই রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে পাচার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা। বিশেষ করে পাচারসম্পর্কিত মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এ পর্যন্ত মাত্র একটি মামলায় আসামীদের সাজা নিশ্চিত হয়েছে যা অবিশ্বাস্য। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সহযোগিতাপূর্ণ। পাচার প্রতিরোধ, দমন ও পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক, সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) প্রভৃতি আধুনিকায়ন, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সফলভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে কাজ করা দরকার। বর্তমানে মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষের পথে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন আরও ফলপ্রসূ করতে ও কার্যপরিধি আরও সমন্বিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আসন্ন বৈঠকে মানব পাচার প্রতিরোধে দুই দেশের মধ্যকার যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও জোরালো করতে আলোচনা হবে। সেক্ষেত্রে আজকের সম্মেলনে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ কাজে লাগবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে জনাব এ কে এম মাসুদ আলী সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ ও আগামী দিনের পথযাত্রায় কাম্য দৃষ্টিকোণসমূহ তুলে ধরেন:

- সমঝোতা স্মারক, সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) এবং সার্ক সনদটি সুনির্দিষ্টভাবে নাগরিক সমাজের কাজের পরিধি নির্ধারণ করেছে। এখন সময় এসেছে সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে পাচার প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর একে অপরকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি পরিবর্তন করে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সীমাবদ্ধতাসমূহ মোকাবেলা করে শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ করার মানসিকতা গড়ে তোলা।
- দুই দেশের জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম যেমন- বাংলাদেশের পাচারবিরোধী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রীয় কাঠামো যথা শিশু সুরক্ষাবিষয়ক রাষ্ট্রীয় কাঠামো বর্তমানে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে পাচার বিরোধী কমিটি (সিটিসি) গুলো গঠন ও কার্যকরীকরণের কথা থাকলেও এখনো লক্ষ্য পূরণে অনেক কাজ সম্পন্ন করা বাকি। বাংলাদেশ ও ভারতের এই তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত গঠিত কাঠামোগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা জরুরি।
- পাচারের হাত থেকে উদ্ধারকৃত শিশুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অনেক দীর্ঘসূত্রিতা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্য রয়েছে, যার ফলে অপেক্ষমান শিশুরা মনোদ্যম হারিয়ে ফেলে ও হতাশায় পতিত হয়। সমঝোতা স্মারক, সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) প্রভৃতিতে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে কিন্তু তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। সে জন্য পাচারের হাত থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশুদের কষ্ট ও দুর্দশা লাঘবে দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক, সাধারণ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) প্রভৃতি অনুযায়ী পারস্পরিক সংযোগ ও যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু পাচার বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক সভা-সম্মেলনে শিশু-কিশোরদের মতামত তুলে ধরা ও নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরি যা দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সম্মেলনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তিনি সমাপনী বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেন আজকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পাচার প্রতিরোধে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে এবং ভবিষ্যতে উভয় দেশেই শিশু পাচার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

সংবাদপত্রে পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

Call for building cross-border anti-trafficking platform

Daily Sun
31 August, 2018

Stressing the need for a greater collaboration between Bangladesh and India for combating human trafficking, speakers at a conference on Thursday called for forming a cross-border network of development activists.

Cross-border trafficking, especially women and child trafficking is on the rise though efforts are being made at different levels, they said.

Rights activists made the call while addressing a conference on cross-border human trafficking at CIRDAP auditorium in the capital.

INCIDIN Bangladesh organised the "Annual Cross-Border Conference to Combat Child Trafficking" in association with TdH Netherlands, an international development organisation.

National Human Rights Commission Chairman Kazi Reazul Haque attended the function as the chief guest. Ministry of Home Affairs Joint Secretary Ferdousi Akhtar chaired the event.

Addressing the conference, Kazi Reazul Haque said, The issue of cross-border human trafficking, particularly the rescue and repatriation of trafficking survivors, is presently being guided by the Standard Operational Procedures (SOP) on repatriation of trafficked women and children between Bangladesh and India.

He also drew attention to some gaps and drawbacks regarding the implementation of the SOP including an absence of a database system, the flow of cross-border human mobility, and the absence of a case management system regarding integration.

In 2015, Bangladesh signed an agreement with India on bilateral cooperation on prevention of human trafficking, especially women and children.

Home Ministry Deputy Secretary Zinath Ara, Ministry of Women and Children Affairs Deputy Secretary Gaziuddin Mohammad Munir, ATSEC India Coordinator Manabendra Nath Mandal, TdH-Netherlands Country Director Mahmudul Kabir, Winrock International Chief of Party Lisbeth Zonneveld and INCIDIN Bangladesh Executive Director AKM Masud Ali were, among others, were also present on the occasion.

সীমান্তরক্ষিদের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচার হচ্ছে নারী

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ আগষ্ট, ২০১৮

নারী পাচার বন্ধ করতে সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ে রয়েছে লাখো কর্মী। সীমান্ত চৌকিতে রয়েছে সীমান্তরক্ষি বাহিনী। তবুও কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষিদের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে পাচার হচ্ছে নারী।

একটি দালাল চক্র ভালো কাজ আর চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে পাচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে। পাচার হওয়া নারীরা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে বহির্বিশ্বে।

ভারতে পাচার হওয়া এমন দুইজন বাংলাদেশি কিশোরীকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আটক করেছে থানা পুলিশ। সেখান থেকে পালিয়ে তারা বাংলাদেশে ফিরে আসে। ফিরে আসা কিশোরীরা লোমহর্ষক বর্ননা দেন ইত্তেফাকের এ প্রতিবেদকের কাছে।

মাসকুরা আর তানজিনা আপন চাচাতো বোন। হবিগঞ্জ জেলায় বাড়ি তাদের। পিতা-মাতার অভাবের সংসার। ভালো কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাকায় বাসা-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ জোটে নারানগঞ্জ কালপুরি এলাকায়। সেখানে মোশাররফ মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া জেবা নামে এক মহিলার বাসায় কাজ করতো তারা।

ভালোই দিন পার হচ্ছিল তাদের। বেশ কিছুদিন ধরে তাদের প্রতি নজর পড়ে এ বাসার নীচ তলার বাড়াটিয়া আছিয়ার। ওরা জানাতো না আছিয়া নারী পাচারকারী।

গত মাসের শেষের দিকে নারী পাচারকারী আছিয়া মাসকুরা ও তানজিনাকে অন্য বাড়িতে বেশি বেতনে কাজের কথা বলে ঢাকা-নারানগঞ্জ জেলার সাইন বোর্ড মুসলিম পাড়ার ইমতিয়াজের কাছে নিয়ে যায়। ইতিয়াজের বাড়িতে তারা দুদিন ছিল। সেখান থেকে ইমতিয়াজ সোহাগ পরিবহনের একটি বাসে করে তাদের সাতক্ষীরায় নিয়ে আসে।

সাতক্ষীরার দুই দালাল ওই কিশোরী দুজনকে গভীর রাতে সীমান্তে পার করে ভারতের দালালের হাতে তুলে দেয়। ভারতীয় দালাল তাদের গায়ঘাটায় নিয়ে যায় এবং আশিক নামে এক নারী পাচারকারী চক্রের সদস্যের হাতে তুলে দেয়। দুদিন পরে দিল্লি থেকে তাছলিমা নামে এক নারী (নিষিদ্ধ পল্লির সর্দার) আসে দমদম বিমানবন্দর থেকে মেয়ে দুটিকে দিল্লি নেওয়ার জন্য। বিমানে টিকেটও করা হয়। বিমানবন্দরে ঢোকার সময় তাদের কাছে থাকা জাল 'আধার কার্ড' দেখে দমদম পুলিশ মাসকুরা, তানজিনা ও দিল্লি থেকে আসা তাছলিমাকে আটক করে।

দমদম থানায় তারা ৫ দিন থাকার পর একদিন গভীর রাতে মহিলা পুলিশের সেন্ট্রি ও দিল্লী থেকে আসা দালাল তাছলিমা ঘুমিয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে কৌশলে মাসকুরা ও তানজিনা থানা থেকে পালিয়ে আসে (এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৮ জুলাই ভারতের বহুল প্রচারিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)। আশ্রয় নেয় বারাসাতের এক বস্তিতে।

পরে মন্দিরের এক ব্যক্তির সহয়োগীতায় বনগাঁ সীমান্তের এক দালালের হাত ধরে গভীর রাতে তারা গাতিপাড়ার তের ঘর সীমান্ত পার হয়ে বেনাপোল এসে পে□□□□□ছায়। বেনাপোল ফিরে এসে তারা এ প্রতিবেদকের কাছে তাদের পাচার হওয়া এবং ভারতের দমদম বিমানবন্দর থানা থেকে পালিয়ে আসার লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেন।

ফিরে আসা কিশোরীদ্বয় বাংলাদেশী নারী পাচারকারী আছিয়া ও ইমতিয়াজকে আটক ও শাস্তির দাবি করেছেন।

রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক বলেন নারী পাচার প্রতিরোধ নিয়ে আমরা কাজ করি। সীমান্তের গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধ করার চেষ্টা আমাদের অব্যাহত রয়েছে। তবু ও দালালচক্র সুযোগ বুঝে পাচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বেনাপোল বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদ করিম জানান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ করতে আমাদের টহলদল বেশ সজাগ। তাছাড়া বেনাপোল সীমান্তের বন্দর থানার আওতাভূক্ত সকল পয়েন্টে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।

যশোর বিজিবির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ আল মামুন জানান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে আমরা সীমান্ত এলাকায় কাজ করে যাচ্ছি। পুটখালী সীমান্তে সার্ভিলেন্স ডিভাইস বসানো হয়েছে পাচারকারীদের সনাক্ত করনের জন্য। কেউ যাতে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে না যেতে পারে এজন্য আমরা জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানও করে থাকি।

পালিয়ে রক্ষা পেল ভারতে পাচার হওয়া দুই কিশোরী

বিডিমর্নিং
২১ আগস্ট ২০১৮

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে ভারতে পাচার হওয়া দুই কিশোরী বেনাপোলে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ঐ দুই কিশোরী কলকাতা থেকে দিল্লিতে পাচারের সময় কলকাতা এয়ার পোর্ট থেকে পাচার চক্রের দুই জনসহ আটক হয় পুলিশের হাতে। পরে দমদম থানায় তারা পাঁচ দিন থাকার পর একদিন গভীর রাতে নারী পুলিশের সেন্ট্রি ও দিল্লী থেকে আসা দালাল তাছলিমা ঘুমিয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে কৌশলে তারা থানা থেকে পালিয়ে একটি বস্তিতে আশ্রয় নেয়।

উল্লেখ্য, নারী পাচার বন্ধ করতে সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সক্রিয় থাকলেও বন্ধ নেই নারী পাচার। কাঁটা তারের বেড়া টপকিয়ে দু-দেশের সীমান্ত রক্ষিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পাচার হচ্ছে নারী। একটি দালাল চক্র ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পাচার করছে।

ঘটনাসূত্রে জানা যায়, কিশোরী দুইজনের বাড়ী হবিগঞ্জ জেলার বানিয়া সুলতানা থানার মারকুলি দৌলতপুর গ্রামে। ঐ দুই কিশোরী নারায়ণগঞ্জের কালপুরী এলাকার একটি বাড়িতে কাজ করত। ঐ বাড়ির নিচ তলার এক ভাড়াটিয়া আছিয়া তাদের ভালো বেতনে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করে।

গত মাসের শেষের দিকে আছিয়া তাদের সাইন বোর্ড মুসলিম পাড়ার ইমতিয়াজের কাছে নিয়ে যায়। ইতিয়াজের বাড়িতে তারা দুদিন ছিল। সেখান থেকে ইমতিয়াজ সোহাগ পরিবহনের একটি বাসে করে তাদের সাতক্ষীরা নিয়ে আসে। সাতক্ষীরার দুই দালাল তাদের গভীর রাতে সীমান্তে পার করে ভারতের দালালের হাতে তুলে দেয়।

পরবর্তীতে, ভারতীয় দালাল তাদের গায়ঘাটায় নিয়ে যায় এবং আশিক নামে এক নারী পাচারকারী চক্রের হাতে তুলে দেয়। দুদিন পরে দিল্লি থেকে তাছলিমা নামে এক নারী আসে দমদম এয়ার পোর্টে তাদের দিল্লি নেওয়ার জন্য। বিমানে টিকিটও করা হয়। এয়ার পোর্টে ঢোকার সময় তাদের কাছে থাকা জাল আধার কার্ড দেখে দমদম পুলিশ পাচারকারী নারীসহ তাদের আটক করে।

পাঁচদিন দমদম থানায় থাকার পর এক রাতে পালিয়ে তারা আশ্রয় নেয় বারাসাতের এক বস্তিতে। পরে মন্দিরের এক ব্যক্তির সহযোগিতায় বনগাঁ সীমান্তের এক দালালের হাত ধরে গভীর রাতে তারা বেনাপোল গাতিপাড়ার তের ঘর সীমান্ত পার হয়ে বেনাপোল এসে পৌঁছায়।

পরিসংখ্যান

মাস ভিত্তিক পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান

বিজিবি || সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৪ জুন ২০১৮

মাসের নাম	নারী	শিশু	পাচারকারী	মামলার সংখ্যা
জানুয়ারি -২০১৮	০৬	০১	০	০৫
ফেব্রুয়ারি -২০১৮	২৬	১৯	০	১০
মার্চ -২০১৮	৫৮	২৮	০	১৪
এপ্রিল -২০১৮	৩১	১৪	০	৮
মে -২০১৮	১৯	০৯	০	৯
জুন -২০১৮	৩০	২৩	০	১২
জুলাই -২০১৮	২৯	১৯	0	১৫
আগষ্ট -২০১৮	০৯	০	০	০৬
সেপ্টেম্বর -২০১৮				
অক্টোবর-২০১৮				
নভেম্বর -২০১৮				
ডিসেম্বর -২০১৮				
সর্বমোট =	২০৮	১১৩	০	৭৯

সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান

বিজিবি || সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৪ জুন ২০১৮

ক্রমিক	মাসের নাম	আটকের সংখ্যা	থানায় সোপর্দ
১।	জানুয়ারি -২০১৮	৬১	৬১
২।	ফেব্রুয়ারি -২০১৮	১৩৭	১৩৭
৩।	মার্চ -২০১৮	১৭০	১৭০
৪।	এপ্রিল -২০১৮	১২২	১২২
৫।	মে -২০১৮	৭০	৭০
৬।	জুন -২০১৮	১০১	১০১
৭।	জুলাই -২০১৮	১০৮	১০৮
৮।	আগষ্ট -২০১৮	৬০	৬০
৯।	সেপ্টেম্বর -২০১৮		
১০।	অক্টোবর-২০১৮		
১১।	নভেম্বর -২০১৮		
১১।	ডিসেম্বর -২০১৮		
	সর্বমোট =	৮২৯ জন	৮২৯ জন

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

সিপিডি - ০১৯২২-৭২২০৩৩
ইনসিডিন বাংলাদেশ - ০১৯৭৭-৯১১১১৭
নারী মৈত্রী - ০১৯৭৭-৬৬২৬৭৭
সিপ - ০১৯৩৭-৩৯৩৪৭৪

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
Email: pctscn@gmail.com

Contact No:
Adv. Md. Rafiqual Islam Khan Alom: +8801720-309279